OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 136 - 142
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 136 - 142
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

স্বাধীনতা পরবর্তী নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে সম্প্রীতির স্বর

মৌসুমী পাত্র
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী
Email ID: mousumipatrasp@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Communalism; Riots; Short story; Hindu-Muslim; Bengali writers; Post-independence; Anti-communalism; Anti-riots.

Abstract
Recently, one of the major problems in our country is communalism. Communalism started in this country during the pre-independence period by the British imperialist rulers. Currently, communalism is gradually assuming complex forms, bringing the country and the nation to a severe crisis. Communalism has always been a hindrance to the country as well as the nation, and it has closed off the path of progress. On the other hand, the writers associated with the progressive society have repeatedly argued in favor of harmony against communalism in different forms of literature. Bengali writers are not an exception either. Whenever the dark cloud of communalism has gathered over the country, Bengali writers, drawing from Bengali tradition and consciousness, have also spoken against communalism in various literary forms such as poetry, stories, novels, essays, dramas, etc. However, in most cases, authors have adopted short stories. Within the limited confines of short stories, a connection emerges easily between the authors' thoughts and the readers' emotions. As a result, the trend of anti-riot and anti-communal short stories has developed. As a result, a genre of anti-riot and anti-communal short stories has emerged. In our article titled "The Voice of Harmony in Selected Bengali Short Stories after Independence", we have selected stories written in the post-independence period that oppose riots and communalism. These stories are dazzling with the prospects of Hindu-Muslim prosperity and coexistence against communalism. Additionally, the stories also demonstrate the brutality and futility of the riots.

Discussion

স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার ও ব্যাপ্তি রাষ্ট্র-সমাজ-জীবনকে গভীর সংকটের মুখোমুখি করে। দেশবিভাগের ঘটনাটি ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে দুই বিপরীতমুখী মানসিক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয় যা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনা ও সংহতির বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ ও কার্যপদ্ধতি জাতীয় সংহতির বিকাশ ঘটাতে ব্যর্থ হচ্ছে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানসিক ব্যবধান ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বর্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িকতা যে শুধু বেড়ে চলেছে তা নয় ক্রমশ জটিল রূপও ধারণ করছে — স্বাধীনতা-উত্তর যুগে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইতিমধ্যেই তা প্রমাণ করে। ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির মত বাঙালিরাও সাম্প্রদায়িকতার প্রত্যক্ষ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 136 - 142
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কুফল ভোগ করে চলেছে। দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িকতার সহিংস রূপ ছড়িয়ে পড়লে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তথা সাহিত্যিকরা দেশ ও জাতির সংকটে নীরব থাকতে পারেননি। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের সাহিত্যিকদের মতো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কথাকারদেরও ভূমিকা ইতিমূলক। ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক ভেদমুক্ত উদার মানবিক সাহিত্য চিন্তনের যে ধারাটির প্রবর্তন ঘটেছিল তার যথার্থ অনুগামী বাংলা ছোটগল্পের শিল্পীরাও। তাঁরা দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষা ও প্রসারে বারবার সরব হয়ে সম্মিলিত প্রতিবাদ জানিয়েছেন — তাঁদের সাহিত্যে ধ্বনিত হয়েছে সম্প্রীতির স্বর। আলোচ্য প্রবন্ধে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে নয়ের দশক পর্যন্ত দশজন গল্পকারের দশটি গল্প আলোচনা করে বুঝে নিতে চাই কীভাবে প্রগতিশীল সমাজ সংলগ্ন সাহিত্যিকরা তাঁদের সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সম্প্রীতির স্বরকে প্রতিষ্ঠা করে সমাজকে প্রগতির পথে এগিয়ে দিয়েছেন।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'বিশ্বাস' গল্পে দেখা যায় পরেশ আর রহমান আশৈশব বন্ধু। কলকাতা শহরের ছোট্ট এক পল্লীতে থাকে তারা। তাদের কেবল প্রতিবেশী বললে ভুল বলা হয়, তাদের মধ্যে ছিল নিখাদ খাঁটি বন্ধুত্ব। পরবর্তীতে, পরবর্তী প্রজন্মের সূত্র ধরে পরস্পরের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। আলাপ-পরিচয় ও হৃদ্যতা গড়ে ওঠে দুটি পরিবারের মধ্যেও। ইতিমধ্যে ঘটে যায় ভারতভাগকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং আরও দাঙ্গার সম্ভাবনায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত ওঠে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হাওয়া এসে লাগে রহমানের গায়েও — সাম্প্রদায়িকতার বিবেকহীন দংশনকে সে উপেক্ষা করতে পারেনি। সাম্প্রদায়িকতার ক্লিন্ন মনোভাব তাকে হিন্দুদের প্রতি বিদিষ্ট করে তুললেও সে পরেশকে সাবধান করেছিল। বাড়ি থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য পরেশকে অনুরোধ করে কিন্তু পরেশ তার বিশ্বাসের অসীম শক্তিতে স্ত্রী সন্তানসহ স্বগৃহেই থাকে। বিশ্বাসের জোরেই সে দাঙ্গার দিন রুগ্ন মেয়ের জন্য ওষুধ আনতে যায়। বাড়ি ফিরে দেখে পরিবারের সদস্যদের অগ্নিদগ্ধ দলিত শবদেহ। অচিরেই রহমানের ওপর এসে পড়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্রোধানল। হিন্দুদের প্রত্যাঘাতে আক্রান্ত হয় রহমানের আপনজনরা। দাঙ্গা আক্রান্ত শহরে লুঠতরাজ, হত্যা, অগ্নিকাণ্ডে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে চলে রহমান। হঠাৎ চোখে পড়ে উন্মত্ত পরিস্থিতিতে তার কন্যা নুরীকে পরম মমতায় বুকে আগলে রেখেছে পরেশ — সাম্প্রদায়িকতার বিভীষিকাময় অন্ধকারাচ্ছন্ন বাস্তবতার মধ্যেও বিশ্বাসের আলো জ্বলে উঠল — এভাবেই ঘৃণা আর অবিশ্বাসের শ্মশানভূমিতে বিশ্বাসের আলো জ্বেলে লেখক গল্পটির সমাপ্তি টেনেছেন। সাম্প্রদায়িকতার হিংস্র বাতাবরণে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির-সহমর্মিতার এই চিত্র নিমেষেই নস্যাৎ করে দেয় হিন্দু-মুসলমান যাবতীয় বিভেদ-বিদ্বেষ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ছেলেমানুষি' গল্পে সুখে-দুঃখে মিলেমিশে থাকা ভিন্নধর্মী দুটি পরিবারের কথা বলেছেন। পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের মানুষগুলোর মধ্যে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-আনন্দের কোনো পার্থক্য ছিল না। হিন্দু পরিবারের কর্তা তারাপদ এবং মুসলিম পরিবারের কর্তা নাসিরুদ্দিনের কেবল ধর্মই আলাদা তাদের ভাষা এক, জাত এক, তারা মনে করে — তারা একই শ্রেণীভুক্ত। পরিবারের দুটি কর্ত্রী ইন্দিরা আর হালিমার যাপনের মধ্যে কোনো ব্যবধান ছিল না। তাদের নৈকট্য বোঝাতে লেখক বলেছেন —

> "আঁচল বিছিয়ে পাশাপাশি একটু শোয় তারা দুটি স্ত্রী, দুটি মা, দুটি রাঁধুনি, দুটি দাসী।"[১]

পরিবারের দুই বয়স্ক সদস্যদের আন্তরিকতাও ছিল ঈর্ষনীয়। হালিমা ও ইন্দিরার সন্তান হাবিব ও গীতা আশৈশব বন্ধু। দুটি শিশুকে কেন্দ্র করে পরিবারের সখ্যতা ক্রমশ বেড়ে চলে। হঠাৎই দেশজুড়ে ঘনিয়ে আসা ভয়ানক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রভাব এসে পড়ে দুটি পরিবারের ওপর। ফলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ দানা বাঁধে। হাবিব ও গীতা শিশুসুলভ সারল্যে বাড়ির চিলেকোঠার নিরাপদ আশ্রয়ে খেলতে গেলে তাদের অনুপস্থিতিতে দুই পরিবার একে অপরের বিরুদ্ধে শিশুকে আটকে রাখার ভিত্তিহীন অভিযোগ করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুটি বাড়ির সামনে উন্মত্ত মানুষের জমায়েত শুরু হয়। ইতিমধ্যে দাঙ্গা বাঁধার উপক্রম হলে হঠাৎ কয়েকজনের চোখে পড়ে যাদের উপলক্ষ করে এই আতঙ্ক, উন্মাদনা সেই হারানো শিশু দুটি ছাদের উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে নিচের কান্ড-কারখানা লক্ষ্য করছে। বাচ্চা দুটির জলজ্যান্ত আবির্ভাবে, পিস কমিটির দুজন সম্পাদকের চেষ্টায় কোনোরকমে দাঙ্গা ঠেকানো যায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে শিশুদের শিশুসুলভ, তুচ্ছাতিতুচ্ছ আচরণকে কেন্দ্র করে বড়রা যেভাবে পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহ, বিদ্বেষের দেওয়াল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 136 - 142
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তুলে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সূত্রপাত করেছে— তা ছেলেমানুষির পর্যায়ভুক্ত - এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পে সাম্প্রদায়িকতার মতো ভয়াবহ বিষয়কে ছেলেমানুষি বা উপহাসের পর্যায়ে নামিয়ে এনে প্রকারান্তরে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ-বিদ্বেষকে স্থূল ও কৃত্রিম রূপ দিয়েছেন এবং উভয় সম্প্রদায়ের সখ্যতা ও সদ্ভাবকে স্থায়ী করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক মনোজ বসুর 'দাঙ্গার একটি কাহিনী' গল্পটি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দৃপ্ত প্রতিবাদ স্বরূপ। গল্পের শুরু হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকা দুজন ভিন্নধর্মী অসমবয়সী মানুষের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। দুজনেই কলকাতা শহরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার। তাঁদের কথোপকথনের সূত্রে জানা যায় দুজনের বাড়ি পাশাপাশি দুটো গ্রামে — সেখানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণ অবস্থান ছিল। দাঙ্গার নিষ্ঠুরতায় মুসলিম ছোকরা খোঁড়া হয়ে যায় এবং পরিস্থিতির জটিলতায় বৃদ্ধেরও চাকরি যায়। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর পরবর্তী ভবিষ্যতের চিন্তা দু-জনকেই ভারাক্রান্ত করে। হিন্দু বৃদ্ধটির মাথা গোঁজার আশ্রয় নেই জেনে মুসলিম তরুণ ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে সহানুভূতির সঙ্গে বৃদ্ধকে তার গ্রামের বাড়িতে নিশ্চিন্তে বসবাসের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। অথচ গল্পের শেষে জানা যায় ঐ মুসলিম ছোকরাই হিন্দু বৃদ্ধকে রাতের অন্ধকারে ছুরির আঘাতে বিদ্ধ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে পরস্পরের দুঃখে যন্ত্রণায় পাশে থাকার যে আকুতি ধরা পড়ে তা মনুষ্যত্বকে জয়ী করে। গল্পের শেষে হিন্দু বৃদ্ধ ও মুসলিম তরুণ যুবকের পরস্পরের প্রতি দরদী অনুভব ঘাতক সাম্প্রদায়িকতার সমস্ত সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি করে।

প্রফুল্ল রায়ের 'মাঝি' গল্পেও দেখা যায়, ফজল মাঝি ধলেশ্বরী নদীতে নৌকা চালায়। মাঝিবৃত্তিই তার উপার্জনের মাধ্যম। সে ভালোবাসে সলিমাকে কিন্তু সলিমাকে স্ত্রী হিসেবে ঘরে আনার জন্য প্রয়োজন কন্যাপণ বাবদ সাত কুড়ি টাকা — এই উদ্দেশ্যে ফজল অবিরাম নৌকা বেয়ে একটু একটু করে সঞ্চয় করে উপার্জিত টাকা। যখন সে তার লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছে যায় তখন একদিন তারই প্রতিবেশী ইয়াছিন এক বোরখা-অবগুণ্ঠিতা রমণীকে নিয়ে ফজলের নৌকায় উঠে আসে। মাঝ-নদীতে পৌঁছে ফজল ছইয়ের ভেতর থেকে ধস্তাধস্তির আওয়াজ ও নারীকণ্ঠের মর্মান্তিক চিৎকার শুনতে পায়। নিমিষের মধ্যে সে আর্ত মেয়েটিকে রক্ষা করার জন্য প্রাণ বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যখন জানতে পারে মেয়েটি একটি হিন্দু রমণী এবং ইয়াছিন তার স্বামীকে হত্যা করে তারও সম্ভ্রম হরণের উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে যাচ্ছে ইসমাইলের চরে তখনই ফজল ধারালো কোচের আঘাতে ইয়াছিনকে হত্যা করে। ইয়াছিনের কবল থেকে অসহায় রমনীকে রক্ষা করে সে শান্তি পায়। শুধু তাই নয়, তার সঞ্চিত টাকা দিয়ে সে মেয়েটিকে কলকাতায় তার আত্মীয়ের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে এবং বাকি টাকাও তার হাতে তুলে দেয় যাতে সে অচেনা জায়গায় কোনো অসুবিধার সম্মুখীন না হয়। একজন অপর সম্প্রদায়ভুক্ত রমণীর জন্য যেভাবে ফজল নিজের প্রাণ বাজি রেখে ইয়াছিনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে বিধর্মী একটি রমণীকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে তা সাম্প্রদায়িক হিংসার বিপরীতে সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পালঙ্ক' গল্পে উল্লিখিত রাজমোহন রায় পূর্ববঙ্গের এক সম্পন্ন গৃহস্থ, বয়স পঁয়ষট্টির কাছাকাছি। স্বাধীনতার পর তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূ ভারতবর্ষে চলে গেলেও রাজমোহন সাত পুরুষের মাটি আঁকড়ে মুসলিম শাসিত নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে থেকে যান— এখানে তাঁর শান্তিপূর্ণ জীবন ছিল। যেদিন রাজমোহনকে পুত্রবধূ চিঠি লিখে তার বাপের বাড়ির দেওয়া কারুকার্য খচিত পালঙ্কটি বিক্রি করে টাকা পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করে সেদিন থেকেই বৃদ্ধ রাজমোহনের জীবনে অশান্তি শুরু হয়। অপমানে, দুঃখে ক্ষিপ্ত রাজমোহন পালঙ্কটি বিক্রি করে দেন প্রতিবেশী মকবুলকে। পরে মানসিক স্থিরতা ফিরে এলে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। ডেকে পাঠান মকবুলকে। রাজমোহন ফিরিয়ে নিতে চান তাঁর পালঙ্ক অন্যদিকে মকবুল তা কিছুতেই ফিরিয়ে দেবে না। শুরু হয় উভয়ের দ্বন্দ্ব — একদিকে রাজমোহনের আভিজাত্যবোধ অন্যদিকে মকবুলের জ্যাত্যাভিমান। অচিরেই রাজমোহন ও সুবিধাভোগী মুসলমান গেদু মুন্সীর চক্রান্তে মকবুলের জীবনে নেমে আসে চরম সংকট। আর্থিক অনটনে জর্জরিত মকবুল স্ত্রী সন্তানদের দুবেলা অন্নের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। দারিদ্র্যের ভারে যখন মকবুল ন্যুব্জপ্রায় তখন রাজমোহন পালঙ্ক বিক্রি হয়ে গেছে শুনে অসুস্থ শরীরে পালঙ্কের দাবি নিয়ে হতদরিদ্র মকবুলের কুটিরে উপস্থিত হন কিন্তু মকবুলের ছেলে-মেয়েকে পালঙ্কে শুয়ে থাকতে দেখে তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে — অনুভব করেন পালঙ্কের কার্যকারিতা। পালঙ্কের দাবি ফিরিয়ে নিয়ে বলেন —

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 136 - 142
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "আইজ আর আমার পালং খালি না। আইজ আর আমার চৌদোলা খালি না। আইজ চৌদোলার ওপর আরো দুইজনরে দেখলাম - দেখলাম আমার রাধাগোবিন্দরে।"[২]

মকবুলের পুত্র-কন্যার মধ্যে হিন্দুদের দেবদেবী রাধাগোবিন্দকে প্রত্যক্ষ করার মধ্য দিয়ে দুই ধর্মের সমন্বয় ও সম্প্রীতির স্বরটি উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হল।

বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তিতির' গল্পে সাম্প্রদায়িকতার বীভৎসতায় তথা স্বার্থান্বেষীদের ষড়যন্ত্রে আবাল্য বন্ধু সুখলাল ও জুলফিকার ছিটকে পড়ল দু'দেশে — একজন ভারতে অন্যজন পাকিস্তানে। তারপর বছর কয়েক ব্যবধানে একদিন হঠাৎ দু'বন্ধুর দেখা হল দু'দেশের সীমান্ত রেখায়। দুটো স্বাধীন রাষ্ট্রের দুই প্রতিহারি সুখলাল ও জুলফিকার — তাদের মাঝখানে পঞ্চাশ গজের মতো নোম্যান্সল্যান্ডের দূরত্ব। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাদের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব সৃষ্টি করলেও অন্তরের নৈকট্যকে ছিন্ন করতে পারেনি। তাই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে দেখা হলেও সীমান্তের দু'পাশ থেকে দু'বন্ধু এসে বসে নোম্যান্সল্যান্ডে। স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে ফিরে যায় তাদের ছেলেবেলায়। তারপর নোম্যান্সল্যান্ডে ঘাস বনে বিষাক্ত গোখরো সাপ সুখলালকে আক্রমণে উদ্যত হলে সাপটিকে হত্যা করে সুখলালের প্রাণ বাঁচায় জুলফিকার। অতঃপর তারা ফিরে যেতে বাধ্য হয় নিজেদের দেশের সীমারেখায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎস নারকীয় পরিবেশে যে তিতির গান গাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল সেই তিতির, গল্পের শেষে পরস্পর বিপরীত সম্প্রদায়ের দুটি মানুষ — সুখলাল ও জুলফিকারের মেলবন্ধনে সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি হলে সম্প্রীতির স্বরে মানবতার তথা সমন্বয়ের জয় ঘোষণা করে।

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর 'রাম রহিমের কথা' গল্পটি মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদ কেন্দ্রিক দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা। গল্পে সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সংঘর্ষের পরস্পরবিরোধী শক্তি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়কে লেখক পরস্পর শত্রু হিসেবে নয় বরং সহায়ক শক্তি হিসেবে দেখিয়েছেন। হিন্দু সাজুমণি ও মুসলিম পাঁচুবিবি উভয়ের সন্তান দাঙ্গার বলি হলে শোকাকুল দুই সন্তান হারা মা পরস্পরের শোকে সান্ত্বনা দেয়। রামলালকে হারানো সাজুমণি ও রহিমকে হারানো পাঁচুবিবির ধর্ম আলাদা হলেও তাদের দুঃখ আলাদা নয় বরং একই সুতোয় গাঁথা। সন্তান হারানো মায়ের শোক কখনও পৃথক হতে পারে না তাই সাজুমণির শোকাকুল মন আর এক সন্তান হারানো মা পাঁচুবিবিকেই খোঁজে —

> "সে জানে আমার জ্বালা, আমি জানি তার জ্বালা। তাকে পেলে কাঁদতে পারতাম। বুকটা হালকা হতো।"[৩]

— দুই সম্প্রদায়ের হিংসা-হানাহানি, সংঘাত-সংঘর্ষ শেষ সত্য নয় বরং একে অপরের পরিপূরক হিসেবে পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই শেষ সত্য। তাই পাঁচুবিবি তার পুত্রবধূ বাতাসীর প্রসব যন্ত্রণা অনুভূত হলে সাজুমণিকেই ডাকে। সাজুমণিও ছেলের ঘাতক সম্প্রদায়ের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় — তার হাতেই বাতাসী ও রহিমের তৃতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। লেখিকার বর্ণনায় উঠে এসেছে —

> "রহিমের সন্তানকে মাটি ধরাবার কাজে ঘন্টা দুয়েক ব্যস্ত থাকে সাজুমণি। বাতাসীর দু-চোখে আকুল কান্না। ভয় কী? আর দুটো কার হাতে হয়েছিল? কোঁক পাড়ো, চাপ দাও, এই তো!"[৪]

লেখিকা গল্পে হিন্দু সম্প্রদায়কে দাঙ্গার পটভূমিতে মুসলিমদের ঘাতক হিসেবে যেমন দেখিয়েছেন তেমনি দাঙ্গা-পরবর্তীতে দেখিয়েছেন হিন্দু সম্প্রদায়ের হাতেই মুসলিম প্রাণের আগমণ ঘটছে। যা আসলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা বহন করে মানুষকে ইতিবাচক চিন্তার জগতে পৌঁছে দেয়।

আটের দশকের শেষ বা নয়ের দশক শুরুতে ভারতবর্ষে ধর্মকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ তথা মন্দির-মসজিদ লড়াই শুরু হয় তা কিন্নর রায়কে বিচলিত করে, যার প্রভাব পড়েছে তাঁর 'উপমহাদেশ' গল্পটিতে। গল্পের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে রাধেশ্যাম চিত্রকরকে কেন্দ্র করে। রাধেশ্যামের কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে এসেছে পটুয়া সমাজের নানান সমস্যার কথা। পটুয়াদের হিন্দু নামের সঙ্গে একটি মুসলিম নাম রাখতে হয়। প্রথম নামটি হয় ইসলামি দ্বিতীয়টি হিন্দু। নারীদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। পটুয়াদের নিজস্ব মসজিদ আছে, মুসলিমদের মসজিদে যাবার অধিকার তাদের নেই। তারা গোমাংস খায়, শুয়োর খায় না। পূর্বেকার কড়াকড়ি শিথীল হয়ে বর্তমানে হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল সকলের সঙ্গে পটুয়া সমাজের ছেলে মেয়েদের বিয়ে হয়। তাদের সুন্নত করাও বাধ্যতামূলক। এই পটুয়া সমাজেরই একজন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 136 - 142
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রতিনিধিত্বকারী স্থানীয় চরিত্র রাধেশ্যাম চিত্রকর। তার অপর একটি নাম রহিমতুল্লা রাধেশ্যাম। হিন্দু ও মুসলিম দুটো নাম পটুয়া শিল্পী রাধেশ্যামের জীবনে বিড়ম্বনার কারণ হয়নি। কারণ —

> "আসলে রাধেশ্যাম কখনই ভাবেনি সে আসলে কি! রহিমতুল্লা না রাধেশ্যাম!"[৫]

আসলে শিল্পের প্রয়োজনে নিজেকে হিন্দু, মুসলমান বা সাঁওতাল ভাবতে তার মনে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অনুভূত হয়নি। জাতি-ধর্ম সম্প্রদায়ের গোঁড়ামি থেকে সে মুক্ত। তাই শিল্পের প্রয়োজনে নিজেকে কখনও হিন্দু, কখনও মুসলমান, কখনও সাঁওতাল ভাবতে হলেও তার জীবনে কোন ধর্মীয় পরিচয়কে সে মান্যতা দেয়নি। রাধেশ্যাম নিজেকে সমাজের কাছে পরিচয় করাত 'শিল্পী' হিসেবে। চিত্রকর রাধেশ্যামের এহেন ভাবনা বা জীবনবোধ আসলে অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদের সপক্ষে বলিষ্ঠ উচ্চারণ।

প্রখ্যাত ছোটগল্পকার দিব্যেন্দু পালিতের ভাগলপুরের দাঙ্গার প্রেক্ষিতে লেখা একটি বিখ্যাত গল্প *'হিন্দু'*। গল্পের প্রেক্ষাপট ভাগলপুর জেলার রামপুর গ্রাম। এই রামপুরে থাকতেন নৈষ্ঠিক হিন্দু ব্রাহ্মণ মথুরানাথ। একদিন গঙ্গাস্নান সেরে ফেরার পথে এক মুমূর্ষু ব্যক্তিকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেন। অচেতন ব্যক্তিটির শরীরে প্রাণের লক্ষণ দেখে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। চাকর দয়ারামকে নির্দেশ দেন মুমূর্ষু, অসহায় ব্যক্তিটির মুখে একটু তৃষ্ণার জল দিতে — দয়ারাম মুমূর্ষু ব্যক্তিটির জাতের দোহাই দিয়ে দ্বিধা বোধ করলে মথুরানাথ বলে ওঠেন —

> "মরিজকে ভি জাত হোতা হ্যায় কেয়া! এক বেচারা মনুষ্য – উসে পানি পিলানা ধরম হ্যায়।"[৬]

ধর্মীয় বিভেদের ঊর্ধ্বে মানবধর্মের মূল কথাটিই ব্যক্ত হয়েছে মথুরানাথের কথায়। মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ মথুরানাথ পরের দিন মুমূর্ষু ব্যক্তিটিকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। দেখা গেল হাসপাতাল, পুলিশ উভয়েই তার প্রতি উদাসীন। স্ত্রী-পুত্রের বাধা উপেক্ষা করে তিনি মুমূর্ষু ব্যক্তিটিকে নিজের বাড়ির আশ্রয় দেন। তাঁকে কেবল বাড়িতে এনে থেমে থাকেননি, তার প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে তার শুশ্রূষাও করেন। ইতিমধ্যে মরণাপন্ন ব্যক্তিটির ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ পায় — জানা যায় ব্যক্তিটি মুসলিম ধর্মাবলম্বী। মুমূর্ষু ব্যক্তিটির ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ পাবার পরেও, এমনকি দাঙ্গা-হাঙ্গামার ইঙ্গিত পেয়েও মথুরানাথ মুমূর্ষু ব্যক্তিটির প্রতি বিরূপ হননি বরং বলেন —

> "উয়ো এক বেহুঁস মনুষ্য ভি তো হ্যায়। আভি আরাম হোনে দেও, ফির চলা যায়গা। মেরা ধরম এইসে হি কহতা হ্যায়।"[৭]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-উন্মত্ত পরিস্থিতিতে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মথুরানাথের উকিল পুত্র বিপিন ও তার প্রতিবেশী জানকীনাথ অপরিচিত মানুষটিকে হাসপাতালে রেখে আসেন। মথুরানাথের ধর্ম ও ইচ্ছা তাদের কাছে গুরুত্ব পায়নি। ঘটনাটি স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেননি মথুরানাথ। তাই পরদিন ভোরবেলা গঙ্গাস্নানে গিয়ে আর বড়িতে ফিরে আসেননি। সমগ্র গল্পজুড়ে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ মথুরানাথের একজন বিধর্মীর প্রতি আচার-আচরণে, সেবা-শুশ্রূষায় সর্বোপরি তাঁর উদার চিন্তা-চেতনায় সম্প্রীতির স্বর ধ্বনিত হয়েছে।

'দীন-ইলাহি' নব্বইয়ের দশকে হিন্দ-মুসলমান সম্প্রীতি নিয়ে লেখা স্বপ্নময় চক্রবর্তীর একটি ছোটগল্প। সম্রাট আকবর প্রবর্তিত সর্বধর্ম-সমন্বয়-ধর্মমত 'দীন-ই-ইলাহি'-র সঙ্গে সাযুজ্য রেখে গল্পের নামকরণ করেছেন *'দীন-ইলাহি'*। এই সাদৃশ্যসূচক নামকরণ থেকে গল্পের সারবস্তু সম্পর্কে আমাদের ধারণা হয়— গল্পটিও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তাবহ। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র জীবন পাত্র, নুরুল ও স্বাতী সহায়ক চরিত্র। জীবন পাত্র নুরুল ও স্বাতীর জীবনের গল্পের পাঠক। জীবন পাত্র যেমন নুরুল-স্বাতীর গল্পটি পাঠ করে শুনিয়েছেন তেমনি পাঠক হিসেবে তাঁর প্রতিক্রিয়াও গল্পকার স্বপ্নময় চক্রবর্তী আলোচ্য গল্পে লিপিবদ্ধ করেছেন। নুরুল ও স্বাতী দুজনেই উচ্চশিক্ষিত ও জাত-পাত, ধর্ম নিয়ে গোঁড়ামি থেকে তারা মুক্ত। তাই উভয়েই জাতি-ধর্মের বিভেদকে দূরে সরিয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। তাদের এই বিবাহ সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত হলেও সমাজ এই বিবাহবন্ধনকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয় না। একসঙ্গে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেও সামাজিক সংকীর্ণতা, কূপমণ্ডুকতা তাদের এক ছাতের তলায় আসতে দেয়নি। এক সঙ্গে থাকার আকাঙ্ক্ষা ও আকুতিতে তারা কলকাতা শহরের চতুর্দিকে বাড়ি ভাড়া খুঁজতে থাকে কিন্তু দুজন ভিন্নধর্মী যুগলকে কেউ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 136 - 142
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

থাকতে দিতে সম্মত হয় না। গল্পপাঠক জীবন পাত্র কমিউনাল হারমনির উপর প্রোগ্রাম করে হিন্দু-মুসলিম বিভেদ-বিদ্বেষ দূর করা যার লক্ষ্য সেই তিনিও নুরুল ও স্বাতীর আন্তঃধর্মীয় বিবাহ এবং একত্রে ঘরবাঁধার স্বপ্নকে প্রশ্রয় দিতে পারেননি। এমনকি তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক বলে সুপরিচিত এক হিন্দু দম্পতি যাদের কাছে গো-মাংস ভক্ষণ ধর্মের আদর্শ ও সংস্কার বিরুদ্ধ নয়, তারাও নুরুল ও স্বাতীর বিবাহকে মেনে নেননি। মালকিন ভদ্রমহিলা নুরুলকে বিয়ে করায় স্বাতীর রুচিবোধ সম্পর্কে সন্দীহান হয়ে তাকে বলে —

> "কিছু মনে কোরো না, শিক্ষিত হতে পারো কিন্তু রুচিটা খুবই খারাপ। মুসলমান বিয়ে করলে? জানো না ওরা আমাদের কীরকম মেরেছিল। কী না অত্যাচার করেছে... তাড়িয়ে দিয়েছে...।"[৮]

সারাদিন হন্যে হয়ে ঘুরে বাড়ির সন্ধান না পেয়ে বিধ্বস্ত মন নিয়ে যখন স্বাতী নুরুল ময়দানের উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রাণভরে শ্বাস নেওয়ার কথা ভাবে সেখানেও তাদের বিড়ম্বনায় পড়তে হয় — নুরুলের নাম পরিচয় প্রকাশের পর তাকে শুনতে হয় —

> "নুরুম আলম? গভমেন্ট সার্ভিস? ছিঃ, একটা হিন্দু মেয়ের সর্বনাশ করছেন? সাসপেন্ড হয়ে যাবেন।"[৯]

ধর্ম সম্বন্ধে নুরুল উদারচেতা ও সহনশীল কেবল তার নামেই আছে মুসলিম ধর্মের স্বীকৃতি। নাম ছাড়া কোথাও সে ধর্মকে বহন করে না — সে রোজা রাখে না, নামাজও পড়ে না। স্বাতীকে বিয়ের সময় সে কবুল, ওলা, খোৎরা কিছুই সে করেনি। সে বাড়ি ভাড়া নেওয়ার জন্য নির্দ্বিধায় নিঃসংকোচে নিজের নাম পরিবর্তন করে হিন্দু নাম ও পদবি গ্রহণ করতে পারে। শুধু তাই নয় সরস্বতী পুজোর অঞ্জলিও সে দেয় মন্ত্র উচ্চারণ করে। পরবর্তীতে নুরুলের আসল ধর্মীয়-পরিচয় প্রকাশ পেলে সমাজের কাছে তাকে নিন্দিত, লাঞ্ছিত হতে হয়। নেই। কিন্তু নুরুল প্রকৃত অর্থে যথার্থই ধর্মীয় উদার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি। তাঁর কাজ-কর্ম, চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। তাই লাঞ্ছনা সত্ত্বেও তাঁর আত্মকথন —

> "আমি তো একই, আমি তো সেই, সেই একই, শুধু নামটা..."[১০]

অসাম্প্রদায়িক নুরুল ও স্বাতীর ভালোবাসা এবং আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহ সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও কূপমন্ডুকতার আক্রান্ত সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে রচিত গল্পগুলো প্রত্যেকটিই সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা এবং সম্প্রীতির সম্ভাবনায় প্রত্যাশী। তবে সাম্প্রদায়িকতার বিষ-কলুষিত সমাজের বিপন্ন রূপটিও ধরা আছে গল্পগুলোতে। সর্বোপরি আলোচ্য গল্পগুলোতে হিন্দু-মুসলিম বিভাজন ও সম্মিলনের টানাপোড়নে বিধ্বস্ত জীবনের ছবিও অপ্রত্যক্ষ নয়। স্বাধীনতা-পরবর্তী থেকে নয়ের দশক পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়কালের দশটি গল্প আলোচনা করে বোঝা গেল ইংরেজরা সুকৌশলে দুই বৃহৎ ধর্ম সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিভেদের বীজ বপন করেছিল তা নির্মূল হয়নি ঠিকই কিন্তু সমাজে নানা ধর্ম সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি ও সহাবস্থানও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, সমাজে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ-বিবাদ অব্যাহত থাকলেও এই বিরোধ-বিবাদ শেষ কথা নয়— বৃহৎ সমাজে অসাম্প্রদায়িক মনুষ্যত্ববোধে উদ্বুদ্ধ মানুষও রয়েছেন। তাই প্রগতিশীল লেখকেরা যুগে যুগে বারবার তাঁদের সাহিত্যে সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে সর্বদা হিন্দু-মুসলমান প্রাণ সম্মিলনের সম্ভাবনায় আশাবাদী।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র (সম্পাদিত), 'ছেলেমানুষি', *ভেদ-বিভেদ দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫, পৃ. ১৩২
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র (সম্পাদিত), 'পালঙ্ক', *ভেদ-বিভেদ দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫, পৃ. ১৮২

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 136 - 142
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র (সম্পাদিত), 'রাম রহিমের কথা', *ভেদ-বিভেদ দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫, পৃ. ৩৪৫
৪. তদেব, পৃ. ৩৪৭
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র (সম্পাদিত), 'উপমহাদেশ', *ভেদ-বিভেদ দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫, পৃ. ৪৯৬
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র (সম্পাদিত), 'হিন্দু', *ভেদ-বিভেদ দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫, পৃ. ৪৮৪
৭. তদেব, পৃ. ৪৮৯
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র (সম্পাদিত), 'দীন-ইলাহি', *ভেদ-বিভেদ দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫, পৃ. ৫২৭
৯. তদেব, পৃ. ৫২৮
১০. তদেব, পৃ. ৫৩১